بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদরের যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং ঘটনাবলীর বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৪ জুলাই, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন :

বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর জীবনী এবং ঘটনাবলীর বর্ণনা চলছিল। বদরের যুদ্ধের সমাপ্তিতে খোদা তাআলা কাফেরদের তাদের অন্তিম পরিণতি দান করেন। অনেক সর্দার এবং বিত্তশালী সহ সত্তর জন কাফের নিহত হয়।

কুরাইশ নেতাদের দাফন সম্পর্কে এই উল্লেখ পাওয়া যায়। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবায় নামায আদায় করছিলেন এবং সিজদারত অবস্থায় ছিলেন তখন মক্কার কাফেররা একটি পশুর বাচ্ছাদানী তাঁর কাঁধের মাঝখানে এনে রাখল। মহানবী (সা.) সেজদারত থাকলেন আর কাফেররা বিষয়টা নিয়ে হাঁসা-হাসি করতে থাকল। যতক্ষণ না হযরত ফাতিমা সেখানে এসে তাঁর কাঁধ থেকে ওই ভারী জিনিসটি সরিয়ে না দেন। সে সময় মহানবী (সা.) দোয়া করলেন : হে আল্লাহ্! কুরাইশদের বন্দী কর। অতঃপর তিনি (সা.) উমরো বিন হিশাম, উতবাহ বিন রাবীয়া, শাইবা বিন রাবীয়া, ওয়ালীদ বিন উতবাহ, উমাইয়া বিন খালাফ এবং আরো কয়েকজন কাফেরের নাম ধরে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ্! তাদের বন্দী করুন। বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি নিজে তাদের সবাইকে বদরের দিনে পড়ে থাকতে দেখেছি। অতঃপর তাদেরকে টেনে টেনে বদরের গর্তে নিক্ষেপ করা

হয়। সেসময় মহানবী (সা.) বললেন, গর্তবাসীরা অভিশাপপ্রাপ্ত।

হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) চব্বিশজন কাফেরকে বদরের কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বদর থেকে ফেরার সময় মহানবী (সা.) এই কূপের ধারে দাঁড়িয়ে মক্কার কাফেরদেরকে তাদের পিতৃপুরুষের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন এবং বললেন, আফশোস! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে! আল্লাহ তাঁর রসূলকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সবই আমরা লাভ করেছি।

হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ ঘটনাটির উল্লেখ করে বলেন যে, মহানবী (সা.) এর এই ঘোষণা যে, "হে গর্তবাসীরা! তোমরা আমার সাথে যুদ্ধ করেছ এবং অন্যরা আমাকে সাহায্য করেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি নিজের জায়গায় বিশ্বাস করতেন যে এই যুদ্ধগুলির সূচনা কাফেরদের দ্বারা হয়েছিল এবং তিনি শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য তরবারি তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

জীবনীমূলক গ্রন্থসমূহে বদর যুদ্ধের বর্ণনায় মহানবী (সা.)- এর কিছু অলৌকিক ঘটনারও উল্লেখ করা হয়েছে। আকাশা বিন মোহসান (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদরের দিনে তিনি তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন এমন সময় সেটি তার হাতে ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর খেদমতে আসলেন, মহানবী (সা.) তাকে এক টুকরো কাঠ দিয়ে বললেন, 'কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এটি ব্যবহার কর।' আকাশা (রা.) কাঠের টুকরোটি দোলালেন এবং তা তার হাতে একটি তলোয়ার হয়ে গেল।

কাফেরদের পরাজয়ের খবর কিভাবে মক্কায় পৌঁছেছিল সে বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে মুশরিকরা আতঙ্কে মক্কার দিকে পালিয়ে যায়। লজ্জা ও অনুশোচনায় তারা বুঝতে পারল না কিভাবে মক্কায় প্রবেশ করবে। কাফেররা মক্কাবাসীকে কুরাইশ সর্দারদের মৃত্যুর খবর দিলে তারা তা বিশ্বাস করেনি। কুরাইশরা লোকদের বিলাপ ও শোক প্রকাশ করা থেকে বিরত করেছিল। অন্যদিকে, মদিনাবাসীদের বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাকে উচ্চ মদিনায় এবং হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.) কে নিম্ন মদিনায় প্রেরণ করেন।

হযরত ওসামা বিন জায়েদ (রা.) বলেন, আমরা বিজয়ের সুসংবাদ পেয়েছিলাম যখন আমরা হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর স্ত্রী হযরত রুকাইয়া বিনতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কবরের মাটি সমতল করছিলাম।

যখন যায়েদ বিন হারিসা (রা.) মহানবী (সা.) এর উটে চড়ে মদীনায় প্রবেশ করেন, তখন মুনাফিক ও ইহুদীরা বলতে শুরু করে যে, যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে এবং নাউযুবিল্লাহ্, মহানবী (সা.)ও যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তাই যায়েদ মহানবী (সা.) এর উটে চড়ে ফেরত আসছে। যখন যায়েদ বিন হারিসা (রা.) বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন এবং কুরাইশ সর্দারদের নাম উল্লেখ করে

বললেন যে, কুরাইশদের অমুক অমুক সর্দারকে হত্যা করা হয়েছে, তখন মুনাফিকরা বলল কিভাবে এটা হতে পারে। মনে হয় যুদ্ধে পরাজয় এবং মহানবী (সা.) নিহত হওয়ার কারণে যায়েদের মন উল্টে গেছে।

বিজয়ের আনন্দে মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানাতে মদীনা থেকে মদীনাবাসীরা বের হয়ে আসেন। মুসলমানদের খুশি ছিল তখন লক্ষ্য করার মতো।

এ যুদ্ধে মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে ১৫০টি উট ও ১০টি ঘোড়া পায়। এ ছাড়া সকল প্রকার মালামাল, অস্ত্র, কাপড়, অসংখ্য চামড়া, রঙ্গিন চামড়া ও পশম ইত্যাদিও মালে গনীমত হিসেবে পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) তাঁর অংশ অন্যান্য সাহাবীদের সমান রেখেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি তরবারি নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। একইভাবে আবু জাহলের একটি উটও মহানবী (সা.) পেয়েছিলেন। জীবনীমূলক গ্রন্থগুলিতে এই তলোয়ার ও উটকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই তরবারির নাম ছিল 'জুলফিকার'। পরবর্তীতে অন্যান্য যুদ্ধে তিনি (সা.) এই তরবারি নিজের কাছে রাখতেন। মহানবী (সা.) এর পর এই তরবারি আব্বাসীয় খলিফাদের কাছে থেকে যায়। অনুরূপভাবে সেই উটটি হুদায়বিয়ার শান্তি চুক্তি পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি উপলক্ষে তিনি কুরবানী হিসেবে এই উটটি সঙ্গে নিয়ে যান।

গনীমতের মাল বণ্টনে মহানবী (সা.) শহীদদের অংশ তাদের উত্তরাধিকারীদের প্রদান করেছিলেন, একইভাবে মদীনায় থেকে যাওয়া প্রতিনিধি ও অন্যান্য সাহাবীগণ যারা বিভিন্ন সেবা প্রদানের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাদেরকেও তাদের অংশ দান করা হয়।

বদরের যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিপণের পরিমাণ ছিল এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত। যারা মুক্তিপণ দিতে পারবে না, তাদের জন্য শর্ত ছিল যে, তারা মদিনার শিশুদের পড়াশোনা শেখাবে, তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে কিছু বন্দীকে মুক্তিপণ না নিয়ে অথবা কম মুক্তিপণ নিয়েও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে লিখেছেন :

মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করলেন যে তাদের ব্যাপারে কি করা উচিত। আরবে সাধারণত বন্দীদের হত্যা বা দাস বানানোর রেওয়াজ ছিল, কিন্তু এ বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর স্বভাবের কাছে খুবই অপ্রীতিকর ছিল। আর তখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ঐশী নির্দেশনাও অবতীর্ণ হয়নি। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমার মতে, তাদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত, কারণ সর্বোপরি, এই লোকেরা আমাদেরই ভাই, এবং আগামীতে তাদের মধ্যে থেকে ইসলামের নিষ্ঠাবান প্রেমিকরা জন্মগ্রহণ করলে আশ্চর্যের কী আছে, কিন্তু হযরত উমর (রা.) এই মতের বিরোধিতা করে বলেন ঃ ধর্মের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তা থাকা উচিত নয় এবং এই লোকেরা তাদের কর্মের দ্বারা নিহত হওয়ার যোগ্য। তাই আমার মতে তাদের সবাইকে হত্যা করা উচিৎ, বরং হুকুম দেয়া উচিত যে, মুসলমানরা যেন নিজ হাতে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করে। মহানবী (সা.) স্বভাবসুলভ মমতায় অনুপ্রাণিত হয়ে হযরত আবু

বকর (রা.)-এর মতামত পছন্দ করেন এবং হত্যার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেন এবং নির্দেশ দেন যে, যেসব মুশরিক তাদের ফিদিয়া ইত্যাদি প্রদান করে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। তাই পরবর্তীতে এ মোতাবেক খোদায়ী হুকুম নাযিল হয়। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির উপযুক্ত অবস্থা অনুযায়ী তার মুক্তিপণ এক হাজার দিরহাম থেকে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় এবং এভাবে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়।

বদর যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত বিবরণ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলার পর, হুযুর আনোয়ার নিম্নলিখিত মরহুমগণের গায়েবানা জানাযা পড়ার ঘোষণা প্রদান করেন।

১. রানা আব্দুল হামিদ খান সাহেব কাঠগড়ী, মুরুব্বি সিলসিলাহ্ এবং নায়েব নাযিম মাল ওয়াকফে জাদিদ পাকিস্তান। ২. জনাব মুবাশ্বের আহমেদ সাহেব মুরুব্বি সিলসিলাহ্ আমেরিকার স্ত্রী মুকররমা নুসরাত জাহাঁ আহমেদ সাহেবা।

হযরত আনোয়ার উভয় মরহুমের মাগফেরাত ও উচ্চ মর্যাদা লাভের দোয়া করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
14 July 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in